ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ নির্দেশিকা

প্রস্তাবিত সময়সীমা: ০১-২০ নভেম্বর ২০২২

১-১০ নভেম্বর (উপজেলা) ।। ১১-২০ নভেম্বর (জেলা)

স্থান: জেলা (মহানগরসহ) এবং উপজেলার আওতাধীন উন্মুক্ত স্থান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ-এর সার্বিক দিকনির্দেশনায় প্রযুক্তিবান্ধব নানা উদ্ভাবন ও সেবা তৈরির মাধ্যমে ইতোমধ্যে **ডিজিটাল বাংলাদেশ** কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় **২০৩০ সালের মধ্যে** ডিজিটাল বাংলাদেশকে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে **মডেল এসডিজি রাষ্ট্র** এবং **২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ** গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে নিজেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্ব দরবারে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযুক্তিবান্ধব নানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনকে আরো সহজ, সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট করে গড়ে তুলতে সারাদেশের উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা দেশের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে **দেশব্যাপী আয়োজন করা হচ্ছে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২।** এর মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভূক্তিমূলক উদ্ভাবনের মাধ্যমে আগামীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সহজ হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং এটুআই-এর উদ্যোগে স্থানীয় প্রশাসনের (জেলা ও উপজেলা প্রশাসন) আয়োজনে দেশব্যাপী সকল জেলা (মহানগরসহ) এবং উপজেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন **মেলা উদযাপন কমিটির** সাথে সমন্বয় করে উপজেলা পর্যায়ে ০১ দিনব্যাপী এবং জেলা পর্যায়ে ০২ দিনব্যাপী মেলা আয়োজন করতে পারেন। মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত স্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে, তবে প্রাকৃতিক আবহাওয়া/অন্য কোন পরিস্থিতির কারণে উন্মুক্ত স্থানে মেলা আয়োজনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে উপযুক্ত কোন ইনডোর স্থানে মেলা আয়োজন করা যেতে পারে। মেলা আয়োজনে দেশব্যাপী চলমান উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসনকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচি বিবেচনায় রাখতে হবে।

জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মেলায় সরকারি দপ্তরসমূহের অংশগ্রহণে মেলার স্থানে নাগরিকবান্ধব ডিজিটাল সেবা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে, পাশাপাশি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া অবহিতকরণ, উন্নয়ন এবং সেবা সম্পর্কে নাগরিকদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হবে। উদ্ভাবনী মেলাতে স্থানীয় উদ্ভাবনসমূহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে মেলা আয়োজনের পূর্বেই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাকে সংযুক্ত করে উদ্ভাবনী অলিম্পিয়াড আয়োজন করতে হবে। অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক উদ্ভাবনী অলিম্পিয়াড সম্পন্নপূর্বক মেলায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপজেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনসমূহ যাচাই-বাছাই করে জেলা পর্যায়ের উদ্ভাবনী মেলায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা পর্যায়ের উদ্ভাবনসমূহ যাচাই-বাছাই করে সর্বোচ্চ ৩টি উদ্ভাবন জাতীয় পর্যায়ে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করতে হবে। জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনসমূহ আসন্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হবে।

❖ **ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজনের সময়সীমা:**

বিবরণ	দায়িত্ব/ফোকাল পয়েন্ট
৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে মেলা আয়োজনের তারিখ চূড়ান্ত করে **মেলা উদযাপন কমিটি**র বরাবর প্রেরণ করতে হবে। উক্ত তারিখের ভিত্তিতে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মসূচীতে ঢাকা থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ যোগ দেয়ার জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন। উদ্ভাবনী মেলা সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার
০১ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে উপজেলা পর্যায়ে ০১ দিনব্যাপী মেলা আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
১১ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে জেলা পর্যায়ে ০২ দিনব্যাপী মেলা আয়োজন সম্পন্ন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক

❖ **ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে করণীয়:**

- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন সম্পর্কিত প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করতে হবে।
- মেলায় বিষয়ভিত্তিক ৪টি প্যাভিলিয়ন (উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং স্টার্টআপ, ডিজিটাল সেবা, হাতের মুঠোয় সেবা এবং শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান) স্থাপন করতে হবে।
- মেলায় স্থাপিত প্যাভিলিয়ন/স্টল থেকে সরকারি/বেসরকারি ডিজিটাল সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ডিজিটাল সেবার মান উন্নয়নে নাগরিকদের মূল্যায়ন সম্পর্কে অনলাইনে মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনলাইন মূল্যায়ন লিংক: a2i.gov.bd/survey
- স্থানীয় উদ্ভাবকদের উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ প্রদর্শন এবং জাতীয়ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য উদ্ভাবন নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/ নাগরিক প্রতিনিধিদের (সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, মহিলা সমিতিসহ অন্যান্য), স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

- জেলা/উপজেলা সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল নাগরিকদের মেলা পরিদর্শন এবং সেবা গ্রহণ সম্পর্কে বহুল প্রচার করতে হবে।

❖ **প্যাভিলিয়ন ১: উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও স্টার্টআপ**

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টার্টআপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত কার্যক্রমে সকল মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

বিবরণ
• ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় উদ্ভাবনী অলিম্পিয়াডের অংশ হিসেবে উদ্ভাবনী আইডিয়া/প্রজেক্ট প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে।
• যেসকল ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী আইডিয়া/প্রজেক্ট প্রদর্শন করা যাবে সেগুলো হলো: ক. কৃষি. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধান-সম্পর্কিত আইডিয়া/প্রজেক্ট; খ. স্মার্ট বাংলাদেশ (স্মার্ট সিটি/ভিলেজ, স্মার্ট এগ্রিকালচার, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পাবলিক সার্ভিস, ইত্যাদি) সম্পর্কিত আইডিয়া/প্রজেক্ট; গ. সামাজিক সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী আইডিয়া; ঘ. অগ্রসরমান বিভিন্ন প্রযুক্তি (যেমন রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ থিংস, ড্রোন, ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো আইডিয়া/প্রজেক্ট।
• প্রতিযোগিতা নিম্নবর্ণিতভাবে ৩টি গ্রুপে অনুষ্ঠিত হবে: গ্রুপ (ক): মাধ্যমিক পর্যায় গ্রুপ (খ): উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় গ্রুপ (গ): উন্মুক্ত
• উপজেলা পর্যায়ে উদ্ভাবনী ধারণা/আইডিয়া/প্রকল্প প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিটি গ্রুপে ১ম, ২য় এবং ৩য় হিসেবে ৩জনকে নির্বাচনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক গঠিত মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা/প্রকল্পসমূহের উপযোগিতা/গুরুত্ব বিবেচনায় মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে। ৩টি গ্রুপে বিজয়ীদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৩জনকে নির্বাচন করে জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রেরণ করতে হবে।
• জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে প্রতিটি গ্রুপে ১ম, ২য় এবং ৩য় হিসেবে ৩জনকে নির্বাচনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক গঠিত মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা/প্রকল্পসমূহের উপযোগিতা/গুরুত্ব বিবেচনায় মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে।
• উদ্ভাবনী আইডিয়া/প্রজেক্টটি কোনো ডিভাইস-সংক্রান্ত হলে, তার একটি প্রোটোটাইপ/নমুনা প্রদর্শিত হতে হবে। আইডিয়া/প্রজেক্টটি কোনো ফিজিক্যাল সিস্টেম-সংক্রান্ত হলে সিস্টেমটির একটি ডেমো প্রদর্শিত হতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন, সোশ্যাল ইনোভেশন, সার্ভিস ইনোভেশন, ইত্যাদি) ইনোভেশন আইডিয়া বিস্তারিতভাবে পোস্টার-প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
• জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী আইডিয়া/প্রজেক্টসমূহ নিয়ে পরবর্তীতে জাতীয়ভাবে 'উদ্ভাবকের খোঁজে- সিজন ৩' শীর্ষক রিয়েলিটি শো আয়োজিত হবে। একই সাথে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে উদ্ভাবকদের প্রাথমিক কার্যক্রমের ভিডিও ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঢাকা থেকে উদ্ভাবকের খোঁজে সিজন-৩ এর কারিগরি টিম সুনির্দিষ্ট উপজেলা ও জেলাসমূহে পূর্বনির্ধারিত যোগাযোগের প্রেক্ষিতে ভিডিও ধারণে যুক্ত হতে পারে বিবেচনায় মেলা প্রাঙ্গনে উদ্ভাবকের খোঁজের ব্যানার ও এক্স ব্যানারসহ ব্র্যান্ডিং ম্যাটেরিয়াল যথাযথভাবে স্থাপনে সহযোগিতা করতে হবে।
• এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে।
• স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্টার্টআপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকতে পারে।
• স্থানীয় তরুণ উদ্ভাবক এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্যাভিলিয়ন ২: ডিজিটাল সেবা

ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী সরকারি সংস্থাসমূহকে উক্ত প্যাভিলিয়নে রাখতে হবে এবং মেলা প্রাঙ্গন হতে সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিবরণ
• বিভিন্ন খাতে (কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ভূমি এবং অন্যান্য সেবা খাত) সরকারি সেবার ডিজিটাল পদ্ধতির বা ডিজিটাল সেবার স্টল মেলা থাকতে হবে এবং এসব স্টল থেকে সেবাসমূহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ভূমি সংক্রান্ত কিংবা জনবান্ধব গুরুত্বপূর্ণ সকল ডিজিটাল সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
• উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় কোন ডিজিটাল সেবা তৈরি হয়ে থাকলে তার উপস্থাপনা করা যেতে পারে। একটি আলাদা স্টল থাকবে যেখানে জেলা প্রশাসনের নাগরিক সেবা সম্পর্কে জানতে পারবে।
• জাতীয় তথ্য বাতায়ন **(bangladesh.gov.bd/**), ই-নথি/ই-ফাইলিং, জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩ এর কার্যক্রম প্রদর্শন করা।
• মাইগভ প্ল্যাটফর্মের **(mygov.bd)** মাধ্যমে (এক ঠিকানায় সরকারি সেবা) প্রদান প্রক্রিয়া উপস্থাপন, মাইগভে নাগরিক নিবন্ধন, সেবার আবেদন দাখিল, মাইগভের প্রমোশনাল ভিডিও ক্লিপসমূহ প্রদর্শন করতে হবে।
• জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য অফিস থেকে প্রদানকৃত ডিজিটাল সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা (স্থানীয়ভাবে যেসব ডিজিটাল সেবাসমূহ রয়েছে)।
• ডিজিটাল সার্ভিসসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।

❖ **প্যাভিলিয়ন ৩: হাতের মুঠোয় সেবা (ডিজিটাল সেন্টার, পোস্ট ই-সেন্টার, ই-কমার্স ও অন্যান্য আর্থিক সেবাপ্রদান প্রতিষ্ঠানসমূহ)**

ডিজিটাল সেন্টার এবং পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে জনগণের হাতের মুঠোয় সেবা পৌঁছে দেয়ার পুরো প্রক্রিয়াকে এই প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং আর্থিক সেবাপ্রদান প্রতিষ্ঠান জনগণের হাতের মুঠোয় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে, তাদের সেবাসমূহ উপস্থাপন করা এবং সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিবরণ
• এক বা একাধিক ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারের সেবা উপস্থাপন করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি যত ধরনের সেবার আবেদন অনলাইনে করার সুযোগ রয়েছে, তার সবগুলো এই প্যাভিলিয়ন থেকে করার সুযোগ রাখতে হবে। মেলায় ডিজিটাল সেন্টারের নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
• যেসকল ডিজিটাল সেন্টারে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু রয়েছে, সেসকল এক বা একাধিক এজেন্ট ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ডিজিটাল সেন্টার উপস্থাপন করতে হবে। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সকল ব্যাংকিং সেবা (একাউন্ট খোলা, টাকা জমা দেয়া ও উত্তোলন, বীমা, সরকারি ফি জমা দেয়া ইত্যাদি) মেলা প্রাঙ্গন হতে প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
• এজেন্ট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ই-কমার্স সেবাকে জনগণের নিকট সহজভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে এসেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
• 'একপে'-এর (ekpay.gov.bd) মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা বিল প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
• একশপ'সহ (ekshop.gov.bd) অন্যান্য ই-কমার্স কার্যক্রমের মাধ্যমে অনলাইনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ রাখতে হবে। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্যোগসমূহ এই প্যাভিলিয়নে উপস্থাপন করতে পারবে।
• পোস্ট ই-সেন্টারকে এই প্যাভিলিয়নে তাদের সেবা উপস্থাপন করতে হবে।
• এছাড়া সরকারি-বেসরকারি অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানসমূহকে যুক্ত করে তাদের সেবা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

❖ **প্যাভিলিয়ন ৪ – শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান**

স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিষয়ক নতুন উদ্ভাবন এবং শিক্ষা বিষয়ক নানা ডিজিটাল কার্যক্রম ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ শিক্ষা ও কর্মসংস্থান প্যাভিলিয়নে উপস্থাপন করতে হবে। সরকারের দক্ষ জনবল এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপসমূহও এই প্যাভিলিয়নে উপস্থাপন করতে হবে।

বিবরণ
• স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ (বিদ্যালয় কার্যক্রম অটোমেশন, অভিভাবকদের নিকট এসএমএস প্রদান, অনলাইনে শিক্ষার্থীদের বেতন সংগ্রহ, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার ইত্যাদি) প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেওয়া।
• শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ: - মুক্তপাঠ, (muktopaath.gov.bd) একটি ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে অনলাইনে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। বর্তমানে মুক্তপাঠে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট, বিদেশগামী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, যুব সমাজের দক্ষতার উন্নয়ন, ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি কোর্স দেওয়া আছে। মুক্তপাঠের শিখন-শেখানো কার্যক্রম প্রদর্শন করা যায়। জেলার প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের তালিকা এটুআই প্রকল্প থেকে প্রদান করা হবে, যারা মুক্তপাঠ স্টলে থাকবেন। - মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও মডেল কনটেন্ট এক বা একাধিক স্টলে প্রদর্শন করা যেতে পারে। শিক্ষক বাতায়ন (teachers.gov.bd) থেকে মডেল কনটেন্ট ডাউনলোড করে স্থলে প্রদর্শন করা যেতে পারে। আগ্রহী শিক্ষকদের মডেল কনটেন্ট সরবরাহ করা যেতে পারে।
• যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বিসিক, বিএমইটি, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর (পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ) সহ সরকারের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের 'দক্ষতা ও কর্মসংস্থান' বিষয়ক ইনোভেটিভ উদ্যোগসমূহ যুব সমাজসহ জনসাধারণকে জানানো।
• উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান/দপ্তরসমূহ তাদের ট্রেড সম্পর্কে ছাত্র-যুব সমাজকে অবহিত করবেন। মেলাতেই যেন তারা বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন/ রেজিস্ট্রেশন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা।
• দক্ষতা উন্নয়নে নাইস (nise.gov.bd) প্ল্যাটফর্ম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
• বেসরকারি দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকেও যুক্ত করা যেতে পারে।

❖ **মেলা ব্যবস্থাপনা:**

ক্রম	বিবরণ
১	জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন তাদের বরাদ্দ হতে স্থানীয়ভাবে ভেন্ডর নিয়োগ করে মেলা বাস্তবায়ন করতে পারে। তবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা প্রশাসন মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে স্পন্সর/পার্টনার নিয়োগ করতে পারেন।

২	জেলায় ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি-বেসরকারি অফিসকে মেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি মেলার সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
৩	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আইসিটি কমিটি এবং প্রযুক্তির সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
৪	১০ নভেম্বর এর মধ্যে উপজেলা পর্যায়ের সকল মেলা এবং ২০ নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে জেলা পর্যায়ের সকল মেলা সম্পন্ন করতে হবে।
৫	মেলা উপলক্ষ্যে মেলা উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সকল ব্র্যান্ডিং ও ডিজাইন সামগ্রীসমূহের টেম্পলেট (লোগো, ব্যানার, ফেস্টুন, এন্ট্রি গেইট, আমন্ত্রণপত্রসহ সকল ডিজাইন) সরবরাহ করা হবে। উক্ত ডিজাইন টেম্পলেটসমূহ নির্ধারিত গাইডলাইন মোতাবেক ব্যবহার করতে হবে।
৬	মেলা প্রাঙ্গানের সকল প্যাভিলিয়ন, স্টল, এন্ট্রি গেইট ইত্যাদি নির্মাণের কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে নিজ ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন করতে হবে।
৭	মেলা আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যায়ক্রমে সকল জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণদের বরাবর প্রেরণ করা হবে। মেলা শেষ হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থের বিল ও ভাউচার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
৮	উপজেলা পর্যায়ে মেলা সম্পন্ন হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং মেলা উদযাপন কমিটির নিকট সকল রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে। একই সাথে জেলা পর্যায়ে মেলা সম্পন্ন হওয়ার পর মেলা উদযাপন কমিটির নিকট সকল রিপোর্ট প্রেরণ করতে হবে।

❖ **মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ:**

ক্রম	বিবরণ
১	মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ/উপস্থাপনা থাকতে পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ নিয়ে বিশেষ উপস্থাপনা হতে পারে। উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ থাকতে পারে।
২	মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে নিম্নোক্তদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে: (ক) ফ্রিল্যান্সার, প্রযুক্তিবিদ, ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি, ইউপি/ পৌর সচিব, ডিজিটাল সেন্টার পার্টনার, মিডিয়া ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। (খ) শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ, বাছাইকৃত শিক্ষক ও ছাত্র, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিগণ, মিডিয়া ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। (গ) সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও প্রতিনিধি, কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ।
৩	উদ্বোধন বা সমাপনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রধান অতিথি/ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য/জনপ্রতিনিধিদের সংযুক্ত করতে হবে এবং তাদের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রদান করা প্রয়োজন।
৪	মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে মেলা উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রতিনিধি অংশ নিতে পারেন।
৫	একজন রেপোটিয়ার থাকবেন, যার দায়িত্ব হবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার নোট নিবেন, মিনিটস তৈরি করবেন ও মেলা উদযাপন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করবেন।
৬	মেলায় প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ তিনটি স্টলকে পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে।
৭	উপজেলা পর্যায়ে উদ্ভাবনী ধারণা/আইডিয়া/প্রকল্প প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে প্রতিটি গ্রুপে ১ম, ২য় এবং ৩য় হিসেবে ৩জনকে নির্বাচনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করতে হবে। ৩টি গ্রুপে বিজয়ীদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৩জনকে নির্বাচন করে জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রেরণ করতে হবে।
৮	জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে প্রতিটি গ্রুপে ১ম, ২য় এবং ৩য় হিসেবে ৩জনকে নির্বাচনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করতে হবে। অন্যদিকে বিজয়ীদের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২' আয়োজনের সাথে যুক্ত করা হবে।

❖ **মিডিয়া এ্যান্ড কমিউনিকেশন: স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার**

ক্রম	**বিবরণ**	**দায়িত্ব/ফোকাল পয়েন্ট**
১	মেলা শুরুর পূর্বে স্থানীয় পর্যায়ে একটি প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা এর ক্যাম্পেইন এর ব্যবস্থা করা হবে।	জেলা তথ্য কর্মকর্তা/ জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত
২	মেলা সম্পর্কিত তথ্য স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এবং মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	
৩	মেলা অভ্যন্তরে ডিজিটাল বাংলাদেশ-ভিত্তিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ভিডিও এবং ডকুমেন্টরি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

৪	মেলা আয়োজনের সময় ও তারিখ উল্লেখ্য করে স্থানীয় ক্যাবল টিভিতে স্ক্রল এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৫	মেলা চলাকালীন সময়ে সারাবিশ্বে ফুটবল আমেজ থাকায়, প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।	
৬	স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ, ইনোভেশন, সাফল্যের গল্প, ছবি, মেলার সকল কার্যক্রমের ছবি ও তথ্য মেলা উদযাপন কমিটিকে পাঠাতে হবে।	
৭	মেলা সম্পর্কিত লোকাল সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদসমূহ, বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারিত সংবাদ/ প্রোগ্রামের (সময়সূচী), মেলার বিভিন্ন ছবির সফট কপি, প্রচারণায় অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষের সংখ্যা, সুপারিশমালাসহ প্রচার ও প্রচারণার একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মেলা উদযাপন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।	
৮	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল মেলার তথ্যাদি সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে এবং মেলা উদযাপন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।	

❖ **ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা:**

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনলাইনে রাত ৮-৯টার মধ্যে যে কোন ২০ মিনিট innovationquiz.a2i.gov.bd এই ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে। কুইজের নিবন্ধন শুরু হবে ১ নভেম্বর ২০২২ এবং চলবে ২০ নভেম্বর ২০২২ রাত ১২টা পর্যন্ত।

বয়স বিবেচনায় প্রতিযোগীরা গ্রুপ ক: ৮-১২ বছর (১১ বছর ৩৬৫ দিন), গ্রুপ খ: ১৩-১৮ (১৭ বছর ৩৬৫ দিন) বছর এবং গ্রুপ গ: ১৯-তদুর্ধ, এই তিনটি গ্রুপে কুইজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। জাতীয়ভাবে কুইজে অংশগ্রহণকারী তিনটি গ্রুপের প্রথম ৩ জন বিজয়ীর জন্য থাকছে ল্যাপটপ/মোবাইল, ট্যাবসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার। এছড়াও স্থানীয়ভাবে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রতি গ্রুপের প্রথম ৩জন বিজয়ীদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় জেলা/ উপজেলা প্রশাসন ও অন্যান্য দপ্তর সংস্থার করণীয়-
১। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ প্রেস কনফারেন্সে 'ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনলাইন কুইজ' কার্যক্রমটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
২। জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের প্রধান করে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনলাইন কুইজ কমিটি গঠন করে কুইজ নিবন্ধন ও প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। কুইজ সম্পর্কে প্রচার এবং সরাসরি নিবন্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩। মেলা উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রদানকৃত কন্টেন্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন স্ব-উদ্যোগে প্রচার কনটেন্ট প্রস্তুত করবে।
৮। ড্রাইভ লিংক:
https://drive.google.com/drive/folders/1KDfUbMhQKAC3xFXw34cfywmA4FLXs8C5?usp=sharing

সাধারণ নিয়মাবলি:
১। প্রতিযোগিতাটি সবার জন্য উন্মুক্ত।
২। একজন প্রতিযোগী একবার অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
৩। ভুল তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করলে পরবর্তীতে অযোগ্য মর্মে বিবেচনা করা হবে।
৪। অনলাইন ও জেলা উপজেলা পর্যায়ে মেলায় অনলাইনে (innovationfairquiz.a2i.gov.bd) ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করা যাবে।
৫। ক-খ-গ তিনটি গ্রুপে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে।

অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ নিয়মাবলি:
১। প্রত্যেকের জন্য সময় ২০মিনিট।
২। সকল প্রশ্নের মান সমান (১ পয়েন্ট)। ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নাম্বার কাটা যাবে।
৩। সকল প্রশ্ন এমসিকিউ পদ্ধতিতে হবে।
৪। নির্ধারিত ২০মিনিটের মধ্যে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে কম সময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিজয়ী নির্বাচন করা হবে।
৫। প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

কুইজের সম্ভাব্য বিষয়
রুপকল্প ২০৪১, উদ্ভাবন ও স্মার্ট বাংলাদেশ, সরকারের বিভিন্ন মেগা প্রকল্প, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগসমূহ, করোনাকালীন পরিস্থিতিতে সরকার গৃহীত উদ্যোগ, ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ, নির্বাচনী ইশতেহার, সকল ই-সেবা, ভিশন ২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান ২০৭১, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের সকল অর্জন ও অন্যান্য।

❖ উদ্ভাবকের খোঁজে সিজন-৩

দেশসেরা উদ্ভাবকের উদ্ভাবনী আইডিয়া নিয়ে ২০১৮ সালে সর্বপ্রথম রিয়েলিটি শো উদ্ভাবকের খোঁজে অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে সিজন-২ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এর ব্যাপক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার কারণে 'উদ্ভাবকের খোঁজে' সিজন-৩ এর আয়োজন করতে যাচ্ছে এটুআই-এর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মিডিয়া। 'আপনার উদ্ভাবনা, দেশের সম্ভাবনা' স্লোগানকে সামনে রেখে উক্ত রিয়েলিটি শো দেশব্যাপী নাগরিকদের মাঝে উদ্ভাবনের প্রতি উৎসাহ তৈরি এবং উদ্ভাবনের সংস্কৃতি তৈরি করতে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- যেকোনো বয়সের যেকোনো পেশার যেকেউ তার আইডিয়া/ধারণা সাবমিট করতে পারবেন।
- মেইল/ ওয়েবসাইটের এর মাধ্যমে আইডিয়া পাওয়ার পয়েন্ট জমা দিতে হবে।
- বাছাইকৃত আইডিয়া ও উদ্ভাবক প্রথম রাউন্ডে আসার সুযোগ পাবেন।
- উদ্ভাবকগণ নিজ নিজ জেলায় প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণ করবেন।
- গুমিং, প্রটোটাইপ রাউন্ড শেষে সেরা ১০ জন উদ্ভাবক নির্বাচিত হবে।
- সেরা ১০ জন উদ্ভাবকদের নিয়ে ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে।
- বিজয়ী উদ্ভাবকরা পাবেন প্রাইজমানি।

উদ্ভাবকের খোঁজে সিজন ৩ আয়োজনে জেলা/ উপজেলা প্রশাসন ও অন্যান্য দপ্তর সংস্থার করণীয়-

১। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় উদ্ভাবকের খোঁজে সিজন-৩ আয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত টিমকে উদ্ভাবনী আইডিয়া, উদ্ভাবক এবং উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সম্মানিত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার (ভিডিও ধারণ) গ্রহণে জেলা/উপজেলা প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।

২। প্রতিটি উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্ভাবকদের তালিকা (উদ্ভাবকের নাম, ফোন, ইমেল, ঠিকানা এবং অভিভাবকের নাম ও ফোন নাম্বার) ও উদ্ভাবনী আইডিয়ার খসড়া পরিকল্পনা/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন hdmedia@a2i.gov.bd ইমেইলে পাঠাতে হবে।

৩। মেলা প্রাঙ্গণে উদ্ভাবক এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবকের খোঁজে সিজন-৩ তে অংশগ্রহণ করার জন্য সার্বিক প্রচার নিশ্চিত করা।

বি.দ্র.: ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ নির্দেশিকার বাইরেও স্থানীয় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের যেকোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।